RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১১ সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ২ জুন - ১৫ জুন, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 2 June - 15 June, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

রাজনৈতিক মাঝেই প্রকাশ্যে এল ওয়েলকাম গেটের নকশা

পার্থ নিয়োগী: সরকারিভাবে কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা এখন কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আর এই কারণে শহরের হেরিটেজ নিদর্শনগুলির সংস্কারের কাজ চলছিল বেশ জোরকদমে। উত্তর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশের মুখে নির্মাণ করা হচ্ছে হেরিটেজ ওয়েলকাম গেট। তবে সম্প্রতি এই গেট নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হলে রাজনৈতিক তর্জায় জড়িয়ে পড়ে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি দল। এই গেটটি কোচবিহারের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সোসাল মিডিয়ায় অনেকেই এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরই মধ্যে কোচবিহার নাগরিক মঞ্চ নামে একটি সংগঠনে হেরিটেজ গেটের কাঠামো বদলাবার জন্য খাগড়াবাড়িতে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধও করে। এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত। তিনি দাবি করেন ঐতিহ্য বজায় থাকছে এই গেটের ডিজাইনে। সেইসাথে তিনি বলেন, 'গেটে একটি হেরিটেজ লোগো থাকছে। তা হেরিটেজ কমিশন ঠিক করে দিয়েছে। লোগোতে মদনমোহন মন্দিরের চূড়া, দিঘির জল সবই বিদ্যমান'। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় এই হেরিটেজ গেটের সমর্থনে সোসাল মিডিয়ায় লেখেন 'সকলের মতকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, অস্থিরতা কিংবা কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে আপনাদের মতামত নির্দিষ্টভাবে জেলাশাসকের অফিসে জানান। আর কোচবিহারের সংস্কৃতি সর্বধর্ম সমন্বয়ের। কোচবিহারের মহারাজাদের স্থাপত্যশৈলীতে বিভিন্ন বিষয় পরিস্ফুট। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের রাসমেলা সেই ঐতিহ্যকে বহন করে'। এরপরেও গত ২০ মে হেরিটেজ গেট নিয়ে প্রতিবাদ করে বিজেপির তপশিলি মোর্চা।

মহিলা মোর্চা একটি মিছিল করে খাগড়াবাড়ির হেরিটেজ গেট পর্যন্ত গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে। আর এই নিয়ে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন,

'কোচবিহার শহরের বিভিন্ন জায়গায় হেরিটেজের নাম করে নানা কাজ হচ্ছে। ওয়েলকাম হেরিটেজ গেট হচ্ছে। এই গেটের বিষয়ে রাজ ঐতিহ্যকে কোন মান্যতা দেওয়া হয়নি। কোচবিহারের মানুষের ভাবাবেগকে আহত করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এদিনের মিছিল। কোচবিহারের মানুষের ভাবাবেগকে মান্যতা না দিয়ে গেট তৈরি চললে আন্দোলনও চলবে বলে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে'। এদিনই হেরিটেজ গেট নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাদের জেলা দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'হেরিটেজ সংক্রান্ত বিষয়ে শহরে ২০০ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। সেই সময় হেরিটেজ গেট নিয়ে বিজেপি, আরএসএস ও তাদের শাখা সংগঠনগুলো জলঘোলা করছে। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়ার পাশাপাশি রাজবংশীদের কাছে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনমতেই মানা হবে না'। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'যখন উন্নয়নমূলক নানা কাজ করা হচ্ছে তখন তাতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। কুৎসা রটানো হচ্ছে। আলোচনার জায়গা আছে। হেরিটেজ গেট তৈরির সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে হেরিটেজ কমিটি ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হোক'। বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'সস্তার রাজনীতি করা হচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে কোচবিহারের জনগণের ভাবাবেগকে উসকে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে'। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'যারা উন্নয়নের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন তারা ন্যক্কারজনক কাজ করছে'।

রাজকীয়ভাবে তৈরি হচ্ছে খড়্গাপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের তৈরি ও অনুমোদিত খাগড়াবাড়িতে নির্মীয়মাণ কোচবিহার হেরিটেজ ওয়েলকাম গেট।' এই নকশা অনুমোদন দেয় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। আর এই ওয়েলকাম গেটের চূড়ান্ত রূপ ২৬ মে রাতে সামনে নিয়ে এলেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। আর এতে দেখা গেল, কোচবিহারের রাজবাড়িসহ রাজ আমলের বিভিন্ন স্থাপত্যের অংশ উঠে এসেছে গেটের অলঙ্করণ এবং মূল কাঠামোয়।

হেরিটেজ গেটের মাথায় বসবে থ্রিডি হেরিটেজ কোচবিহারের লোগো। কোচবিহারের রাজ আমলের নানান স্থাপত্যের অংশ লেগে থাকবে গেটের বিভিন্ন অংশে। গেটের মাথায় রাজবাড়ির মূল গম্বুজের পাশে থাকা দুটি ছোট গম্বুজের আদলে তৈরি দুটি গম্বুজ থাকবে। সেই গম্বুজ দুটিতে রাজ আমলের ম্যাগাজিন হাউসের গায়ে থাকা ফুলঝুরি নকশা উঠে এসেছে। রাজবাড়ির বিভিন্ন স্তম্ভগাত্রে থাকা কারুকার্যমণ্ডিত অলঙ্করণও থাকছে। গেটের চূড়ার দু'দিকে থাকছে সিংহ এবং হাতি।

গত ৬ মাস হল কাজ চলছে কোচবিহার হেরিটেজ গেটের। জুলাই মাসেই সম্পূর্ণ হবে হেরিটেজ গেটের কাজ জানিয়েছেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। হেরিটেজ লোগোর মূল অংশ জুড়ে আছে মহারাজাদের কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুর বাড়ির গম্বুজ। ইতিমধ্যেই এই ওয়েলকাম গেটের নকশা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে।

স্টপেজ কৃতিত্ব দাবি তৃণমূল-বিজেপি দুইদলের

নিউ কোচবিহারে থামল বন্দে ভারত

পার্থ নিয়োগী: অবস্থাটা অনেকটা 'রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম পথ ভাবে আমি দেব তথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব-হাসে অন্তর্যামী'।

আসলে গুয়াহাটি-এনজেপি রুটের সেমি হাইস্পিড বন্দে ভারতের গত ২৯ মে উদ্বোধনী দিনে নিউ কোচবিহারে থামার পর থেকে অনেকটা এই ভাব সম্প্রসারণের মত অবস্থা হয়েছে কোচবিহারের মানুষের। কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক রেলের সময়সূচীতে দেখা যায় নিউ কোচবিহারে বন্দে ভারতের কোনো স্টপেজ নেই। এরপর দুদিন ট্রায়াল রানের সময় নিউ কোচবিহারে বন্দে ভারত না থামায় এই সন্দেহ আরও বেশি হয়। এমত অবস্থায় আসরে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। বন্দে ভারতের স্টপেজের দাবিতে নিউ কোচবিহারে বিক্ষোভ দেখায় তারা। নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলেরে জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এবং দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক সামাজিক মাধ্যমে বলে আসছিলেন বন্দে ভারতের ট্রায়ালের প্রথমদিন থেকে যে নিউ কোচবিহারে এর স্টপেজ হবে। তবুও কোচবিহারের মানুষের এর স্টপেজ নিয়ে একটা সন্দেহ ছিল। ২৮ মে বন্দে ভারত নিউ কোচবিহারে স্টপেজ দেবে তা রেল জানালে। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। বিজেপি নেতাদের কথা তাদের কথা মতই বন্দে ভারত নিউ কোচবিহারে স্টপেজ দিয়েছে। যদিও তৃণমূল তা মানতে চায়নি। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, তাদের আন্দোলনের ফলেই বন্দে ভারত নিউ কোচবিহারে স্টপেজ দিচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ রাজনীতির এই বিতর্কে পাত্তা দিতে রাজি নন। ট্রেনের স্টপেজ তাই যে কারণে নিউ কোচবিহারে দেওয়া হোক না কেন তাতে তারা খুশি কোচবিহারের আপামর মানুষ। ২৯ মে বিকেল ৫ টায় নিউ কোচবিহারের বন্দে ভারত ঢুকতেই শঙ্খ বাজিয়ে পুষ্প বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানান হয়। গৌহাটি থেকে এই ট্রেনে করে এদিন আসেন খোদ নিশীথ প্রামাণিক। নিউ কোচবিহার স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বন্দে ভারতের আগমন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির তিন বিধায়ক সুকুমার রায়, নিখিল রঞ্জন দে ও মিহির গোস্বামী। ছিলেন রেলের আধিকারিকেরাও। এদিন ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিশেষ মঞ্চ বাঁধা হয় রেলের তরফে। সেখানে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাড্ডুও বিলি করা হয়। একেবারের জন্য পূর্ব ভারতের এই একমাত্র সেমি হাইস্পিডের ট্রেনটি দেখার জন্য এদিন প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল নিউ কোচবিহার স্টেশনে। আগাম বুঝতে পেরে রেলের তরফে প্ল্যাটফর্মে দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়।

হেরিটেজ নিয়ে জেলা প্রশাসন ও পুরসভার বৈঠক

পার্থ নিয়োগী: গত ২৪ মে কোচবিহার শহরের হেরিটেজ কাজ নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে জেলা প্রশাসনের সাথে কোচবিহার পুরসভার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরাও। হেরিটেজের কাজ নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। হেরিটেজ নিয়ে কোচবিহার শহরে এখন ১১০ কোটি টাকার কাজ চলছে। হেরিটেজের তালিকায় ১৫৪ টি স্থানের নাম আছে। তার মধ্যে ৯০ টিতে কাজ করছে প্রশাসন। আগামী ১০ বছরের জন্য প্ল্যান করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। হেরিটেজ কাজের পরিকল্পনায় নিকাশি, ট্র্যাফিকের মত সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক হেরিটেজ নিয়ে কী কাজ করা হচ্ছে, কী প্রশাসন করতে চাইছে তার সবটাই তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'হেরিটেজ তালিকায় যা কাজ হচ্ছে তার একটি গ্রেড ঠিক করেছে আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞরা। স্থাপত্যগুলোর গ্রেড অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানও তারা তৈরি করে দেন। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর এবং হেরিটেজ বরাদ্দ নিয়ে ১১০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। সেই টাকায় কাজ চলছে'। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে প্রথম ধাপে ভবনগুলোর কাজ চলছে। এরপর দিঘিগুলির কাজ হবে। তবে হেরিটেজ কোর এরিয়ায় অবস্থিত সাগরদিঘি ও বৈরাগীদিঘির কাজ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৭ টি হেরিটেজ ভবনের আগাছা পরিষ্কার হয়েছে। পরবর্তী ধাপে এই ভবনগুলো সংস্কার হবে। একইসাথে খুব শীঘ্রই শহরের মাটির নীচ দিয়ে ইলেকট্রিক লাইনের কাজ শুরু হবে নিকাশির উন্নয়নে নর্দমা তৈরির কাজও শুরু হবে।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে জেলা পথ নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। পিডব্লিউডি রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ে আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, মহকুমা শাসক, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে জেলায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এই বৈঠকে। কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান জানান, বিগত কয়েক বছরের পথ দুর্ঘটনার রিপোর্ট এনালাইস করে কি করে পথ দুর্ঘটনা কমানো যায় সেই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের

আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। যে সমস্ত জায়গাগুলিতে বেশি দুর্ঘটনা হয় সেই সমস্ত দুর্ঘটনা কমানোর জন্য যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষকে দিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করানো যায়, পুলিশের উপস্থিতিতে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষ ট্রাফিক সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হবে বলে জানান তিনি।

বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিউ কোচবিহার স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ এবং রেল অবরোধ তৃণমূল কংগ্রেসের। নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনের বাইরে অবস্থানে বসে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নিউ বঙ্গাইগাও শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, নিউ কোচবিহার স্টেশনের উপর দিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাবে অথচ নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত দাঁড়াবে না এটা আমরা মানবো না। নিউ কোচবিহার স্টেশনে যতদিন পর্যন্ত বন্দে ভারত দাঁড়াবে না আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

সিপিআইএমের জেলা শাসক দপ্তর অভিযান, উত্তাল কোচবিহার শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা কোচবিহার: সিপিআইএমের ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের জেলা শাসক দপ্তর অভিযান ঘিরে উত্তাল কোচবিহার শহর। মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার শহরের জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে ছাত্র-যুব-মহিলাদের একটি বিরাট মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে অগ্রসর হয় কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে। এখানেই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। রীতিমতো পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। কোচবিহার চকচকা শিল্প তালুককে পুনরুজ্জীবিত করে অবিলম্বে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, দিনহাটা-২ নং ব্লক ও সিতাইতে অবিলম্বে ঘোষিত কলেজ স্থাপন, নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজের ব্যবস্থা করার মতো বিভিন্ন দাবি সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদগুলিতে প্রতিবছর নিয়ম করে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ, এরাজ্যে চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সকলকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অবিলম্বে বাতিল, নারীদের নিরাপত্তা ও সমানাধিকার সুনিশ্চিতিকরণ, জেলার বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন, সুষ্ঠ ও অবাধ পঞ্চায়েত দাবির সাথে আরও বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির যৌথ জেলাশাসকের দপ্তর অভিযানকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার শহর।

চকচকা শিল্প তালুকে ৮৫০ মিটার কংক্রিটের ড্রেনের কাজের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের চকচকা শিল্প তালুকের ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করে তুলতে ৮৫০ মিটার কংক্রিটের ড্রেনের কাজের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওই কাজের সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দত্তশর্মা সহ আরো অন্যান্যরা। জানা গেছে, কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থানুকুল্য ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওই কাজ শুরু করা হল। কোচবিহারের চকচকা শিল্প তালুক থেকে মরা তোর্সা পর্যন্ত প্রায় ৮৫০ মিটার ওই ড্রেন তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, শিল্পতালুকে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এদিন ৮৫০ মিটার কংক্রিটের ড্রেন তৈরির কাজের সূচনা হল।

করুণাময়ী মন্দিরের চুরির কিনারা পুলিশের

দেবাশীষ চক্রবর্তী: গত ২১ মে গভীর রাতে ১১৪ বছরের পুরোনো নিত্যানন্দ আশ্রমের মা করুণাময়ী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা গভীর রাতে মন্দিরের দুটি গ্রিল ও একটি কাঠের দরজার বড় বড় ৯ টি তালা ভেঙ্গে প্রতিমার গয়নাগাটি সহ সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে কোতয়ালি থানার পুলিশ। এরপর ঘটনার তদন্ত তারা শুরু করে। তবে মন্দিরে কোনো সিসি টিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় পুলিশকে। তবে সূত্রের খবর আশ্রমপাড়ার দিকের একটি সিসি টিভি ক্যামেরাতে দেখা যায় সেদিন রাত প্রায় ২ টা নাগাদ মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে তিনজন হেঁটে যাচ্ছিল। একটি গলিতে তারা ঢুকে পড়ে। প্রায় ৪৫ মিনিট পর তারা বেরিয়ে আসে। এই ৪৫ মিনিট এরা কি করছিল তাতে সন্দেহ হয় পুলিশের। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। আর চুরির ঘটনার মাত্র ৪ দিনের মাথায় চুরির কিনারা করে ফেলে পুলিশ। এই চুরির ঘটনায় যে চারজনকে কোতয়ালি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে তারা হল বিষ্ণু রায়, মধু বর্মন, নীলা বর্মন ও রতন কর্মকার। কোচবিহার, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ার থেকে এদের আটক করা হয়। চুরি হয়ে যাওয়া গয়না উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে টিকলি, কোমরের ঝাপা, পায়ের নূপুর, নাকের দুল, কানের দুল, লকেট, ঠাকুরের ছাতা, হাতের বালা, চুড়ি, কানের ঝুমকা ও গলানো বাট উদ্ধার হয়েছে। এত কম সময়ের মধ্যে পুলিশের এহেন সাফল্যে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। মন্দির কমিটির তরফেও পুলিশকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

মানসিক ভারসাম্যহীন বাবা-মাকে সামলে ৯৫.৪ শতাংশ পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সফল রাজদ্বীপ

বক্সিরহাট: মানসিক ভারসাম্যহীন বাবা-মা সামলে দু'বেলা টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ জুগিয়ে ৪৭৭ অর্থাৎ ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর সিঙ্গিমারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে পাশ করেছে রাজদ্বীপ মালাকার।

২০২৩-এ পরীক্ষা দেওয়া তার কাছে খুব একটা সহজ ছিল না। বাবা গোবিন্দ মালাকার স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মা ঘর সামলাতেন। একমাত্র সন্তান রাজদ্বীপকে নিয়ে সুখেই চলছিল তাঁদের সংসার। এই সুখের সংসারে ছন্দপতন ঘটে মহামারীর লকডাউন পর্বে। বাবা-মা দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। সে সময় মাধ্যমিকের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তার বাবা-মাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি, কলকাতা সহ নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয় রাজদ্বীপকে। তবে তাতে কোন কাজ হয়নি। ধীরে ধীরে তাঁদের ভারসাম্যহীনতা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন স্কুল না যাওয়ার ফলে গোবিন্দবাবুর মাইনেও একসময় বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকতা করে যেটুকু টাকা জমিয়েছিলেন তাও শেষ হয়ে যায় দুজনের চিকিৎসার পেছনে খরচ হয়ে যায়। তাই সংসার চালাতে ষষ্ঠ ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ইংরেজী টিউশন পড়িয়ে বাবা-মাকে সামলে বাজারঘাট, রান্নাবান্না করে জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে গেছে। উচ্চমাধ্যমিকে তার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর গুলি হল- বাংলায় ৯০, ইংরেজীতে ৯৯, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৯২, অর্থনীতিতে ৯৯ এবং দর্শনে ৯৭।

রাজদ্বীপ জানান, লকডাউনের পর থেকেই আমার বাবা-মা মানসিক ভাসাম্যহীন হয়ে পড়ায় টিউশন পড়িয়ে যা আয় হত তা দিয়ে সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে গিয়েছি। স্কুলের শিক্ষকরা বই, খাতা সহ নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করেছে। তিনি জানান, বাবা সরকারি চাকরি করতেন বলে আমি হয়তো স্কলারশিপ পাব না। ডব্লিউবিসিএস বা আইপিএস হতে চাই। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে আমার সেই আশা পূরণ হবে কিনা জানি না

ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন

আলিপুরদুয়ার: ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে ২৬ মে গেট মিটিংয়ে সামিল হল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। চা শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা শীঘ্রই প্রদানের দাবিতে শুক্রবার কালচিনির দলসিংপাড়া, মধু, সাঁতালি, মালঙ্গী, সুভাষিনি, রায়মাটাং সহ বিভিন্ন চা বাগানে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গেট মিটিং করা হয়। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বরা গতকাল থেকেই এই গেট মিটিং শুরু করেছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে আগামীকাল ও চলবে এই গেট মিটিং। মালিকপক্ষ দাবি না মানলে জুন মাস থেকে উত্তরবঙ্গ জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে তারা সামিল হবেন। এদিন চা বাগানে শ্রমিকরা এক ঘণ্টা গেট মিটিংয়ে সামিল হয়

ভাইপোর কুড়ুলের কোপে কাকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সুপারি গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে ভাইপোর কুড়ুলের কোপে কাকার মৃত্যু, চাঞ্চল্য শীতলকুচিতে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা ধাপেরচাত্রা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গ্রামের যুবক সেরাজুল মিয়াঁর সঙ্গে কাকা আবেদ আলি মিয়াঁর বাড়ির পিছনে সুপারি গাছ কাটা নিয়ে তুমুল বাক বিতন্ডা শুরু হয়। সেই সময় সেরাজুল তাঁর কাকার মাথায় কুড়ুল দিয়ে কোপ মারে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান আবেদ আলী । স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভাইপোকে আটক করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

নকশালবাড়িতে দাঁড়াবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এলাকার মানুষের অনেকদিনের দাবি ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনকে নকশালবাড়িতে স্টপেজ দেওয়া হোক। অবশেষে দাবিপূরণ হল এলাকাবাসীর। এবার নকশালবাড়িতে দাঁড়াবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস।

আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদহ-র মধ্যে চলাচলকারী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়ি স্টেশনের উপর দিয়েও চলাচল করলেও এতদিন পর্যন্ত নকশালবাড়ি স্টেশনে কোনো স্টপেজ ছিল না ওই ট্রেনের। তাই সেই দাবি মেনে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের নকশালবাড়ি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু হল। এদিন সকালে রেলের তরফে নকশালবাড়ি স্টেশনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন নকশালবাড়িতে এসে পৌঁছানোর পর সেখানে দু'মিনিট ট্রেন স্টপেজ দেয় ট্রেন। এরপর সবুজ পতাকা দেখিয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

নিষিদ্ধ বাজি কারবারিদের খোঁজে অভিযান কালিয়াগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ: রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে নিষিদ্ধ বাজির কারবার রুখতে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লাগাতার অভিযান। সেই ছবি এবার ধরা পড়ল উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জেও। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকার একটি দর্শকর্মার দোকানে হানা দিয়ে গোডাউন থেকে প্রচুর পরিমাণে বাজি আটক করে। এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার কিংবা আটক হয়নি বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়ার বাজির মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার উপর হতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আগামীদিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে।

কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের সচেতনতায় 'বসুন্ধরা'

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: সঠিক প্রশিক্ষণ ও সঠিক বাজারের অভাবে নিজেদের শিল্পসত্তা হারাচ্ছেন বহু হস্তশিল্পীরা। পুঁজিবাদী আগ্রাসন এবং যান্ত্রিকতার অতি ব্যবহারে পারম্পারিক তাঁত, মৃৎ, শীতলপাটি এবং বাঁশ হস্তশিল্পের শিল্পীগণ বর্তমান চাহিদার সাথে তাল মেলাতে না পেরে হারাচ্ছেন কাজ, পুঁজি এবং শিল্পসত্তা।

এই শিল্পসত্তা এবং শিল্পীদের রোজগারে গতি আনতে "প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন" তৈরির মাধ্যমে ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের সহযোগিতার কাজ হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা নাবার্ড। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা গিয়েছে ওএফপিও সম্পর্কিত একটি সার্কুলার পাওয়া গেছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে অনুমোদন পেলেই "প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন" তৈরির কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁত, শীতলপাটি, মৃৎ, শীতলপাটি এবং বাঁশ শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর বহুল ও মূল্যবৃদ্ধি যুক্ত উৎপাদন বাজারজাত করতে সুবিধা হবে। শিল্পীরা উপযুক্ত মূল্য পাবেন।

কোচবিহারস্থিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "বসুন্ধরা" এই প্রকল্পের কাজ হতে নিয়েছেন। সেই উদ্যোগকে সফল করতে কোচবিহারের তাঁত, মৃৎ, শীতলপাটি এবং বাঁশ শিল্পের পীঠস্থান তুফানগঞ্জ মহকুমার, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি -১ ও ২, মহিষকুচি-১ ও ২, বারোকোদালি-১ ও ২, ভানুকুমারি-১ ও ২ এবং ফলিমারির প্রায় ৪০ জন শিল্পীদের নিয়ে তুফানগঞ্জ-২ বিডিও-র ব্যবস্থাপনায় একটি সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয় । এদিনের এই শিবির নিয়ে তুফানগঞ্জ-২ বিডিও বলেন, এদিনের এই শিবিরে মূলত এইসব হস্তশিল্পীদের একত্রিত করে তাদের কাজ সম্পর্কে উৎসাহিত করা হয় এবং আগামীদিনে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সহযোগিতা করার কথাও বলা হয়। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। প্রয়োজনে মাঠ পরিদর্শন এবং শিল্পীদের সাথে কথা বলতে মাঠ পর্যায়ে যাওয়া হবে।

বসুন্ধরা সংস্থার সম্পাদক বাসুদেব সূত্রধর বলেন, নাবার্ডের প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন প্রকল্প রূপায়ণে আমরা প্রশাসনের সমস্ত স্তরে সহযোগিতা পাচ্ছি এবং শিল্পীদের উৎসাহ দেখে মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুত্থানের আশা দেখছি। সমস্ত শিল্পীদের প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে শিল্পীদের আর্টিসান কার্ড, প্রশিক্ষণ, অবর্তনীয় তহবিল, ব্র্যান্ডিং-প্যাকেজিং ও মার্কেটিংয়ের সুবিধা একছাতার তলায় আনা হবে ।

বারোকোদালির বিশিষ্ট তাঁতশিল্পী গোপাল দাস বলেন, আমরা সুবিধা পেলে আমাদের সিল্পসত্তাকে বাঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখি ।

আর্ট গ্যালারীর দীর্ঘদিনের দাবি মিটতে চলেছে

কোচবিহার: কোচবিহারের শিল্পীদের জন্য সুখবর তৈরি হতে চলেছে আর্ট গ্যালারী। কোচবিহারের শিল্পীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি আর্ট গ্যালারীর অবশেষে তা মিটতে চলেছে। জানা গিয়েছে গ্যালারীর সামনে বসবে কোচবিহারের রাজকন্যা গায়েত্রী দেবীর মূর্তি। কোচবিহার শহরের মাঝে ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া জমিতে হবে চারতলা ভবন। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পুরসভার আধিকারিকরা এদিন এলাকা ঘুরে দেখেন। ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া এই পরিত্যাক্ত জমিটি ছিল পুরসভার আওতায়। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, কোচবিহার জেলায় আর্ট গ্যালারীর দাবি দীর্ঘদিনের। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংস্কৃতি চর্চায় শিল্পীদের জন্য এই আর্ট গ্যালারীর তৈরি হবে।

থাইরয়েডের ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমাতে

নতুন দিশা দেখাচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট

আলিপুরদুয়ার: চিকিৎসকদের মতে নিয়মিত থাইরয়েডের ওষুধ খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। এই উপায় থেকে মুক্তি আছে। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একদল রিসার্চ, স্কলার ও অধ্যাপক। থাইরয়েডের ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্তি পেতে তাঁরা একটি উপায় বের করেছেন। যা দিয়ে থাইরয়েডের ওষুধ তৈরি করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

এই গবেষণার দায়িত্বে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রধান তথা আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়। এই আবিষ্কারের বিষয়টি ইতিমধ্যে জার্নাল অফ মলিকিউলার লিকুইডস নামে একটি জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই আবিষ্কার অবশ্য একদিনে হয়নি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি, স্কলারদের সঙ্গে ওই বিভাগের অধ্যাপক এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকরা প্রায় দেড়বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের দাবি থাইরয়েডের ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকেরই এলার্জী, রক্তল্পতা সহ লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রির্সাচের জটিল তত্ব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন মহেন্দ্রবাবু জানান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে থাইরয়েডের ওষুধ হিসেবে প্রোপাইল থায়েইউরাসিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাকে আলফা সাইক্লোডেক্সটিন অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জটিল অণু তৈরি করতে হবে। এর ফলে মানব দেহে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকটাই কম হবে। আরও সহজ ভাষায় গবেষকরা ব্যাখ্যা করেন যে থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণকারি ওষুধের সঙ্গে আলফা সাইক্লোডেক্সটিন অণুটি মেশালে যে নতুন অণুটি তৈরি হয় জলের সঙ্গে যা সহজেই মিশে যায়। ফলে ওষুধের যে অংশটি শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয় তা মল, মূত্র ও ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকাংশেই কমে যাবে।

গবেষক দলের সদস্যদের মধ্যে মহেন্দ্রবাবু বিশেষ ভাবে এনবিইউ-এর পিএইচডি স্কলার বিশ্বজিৎ ঘোষের নাম নিয়েছেন। তাঁর বাড়ি কোচবিহার জেলার চাংরাবান্ধায়। বিশ্বজিৎবাবু জানান, থাইরয়েড ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমানোর পাশাপাশি এই এইইউ পদ্ধতিতে ক্যান্সারের সেলও নষ্ট করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেস্ট টিউবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে।

এনবিইউ-র ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপিকা সঞ্চারী রায় মুখার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: রাজ্যপালের নির্দেশিকা পেয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপিকা সঞ্চারী রায় মুখার্জি। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপিকা সঞ্চারী রায় মুখার্জি। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা নতুন উপাচার্যকে স্মাগত জানান। পরে উপাচার্য জানান, নিজের বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে সত্যিই খুব খুশি লাগছে। মহিলা শক্তির কথা স্বীকার করে তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সহ একাধিক পদে মহিলারা রয়েছে। প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রের সময়কালে নেওয়া সকল বিষয় নিয়ে কাজ চলবে। পাশাপাশি ন্যাক সহ একাধিক বিষয়ে কাজ চলবে। সঞ্চারী রায় মুখার্জি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকার দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। রাজ্যপালের নতুন কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন সঞ্চারী রায় মুখার্জি। পরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি।

সম্পাদকীয়

দলবদলের মরশুম

সে একটা সময় ছিল বটে। কলকাতার ফুটবলের মরশুম শুরুর আগে নিয়ম করে হত ফুটবলারদের দলবদল। আর সেই দলবদলের উত্তেজনায় ফুটত সারা ভারত। তবে আই লিগ, আইএসএলের হাত ধরে আজ সেই দলবদলের ফুটবলের উত্তেজনা উধাও। তার পরিবর্তে আমাদের সামনে উঠে আসছে রাজনৈতিক দলবদলের ছবি। বিশেষ করে বাংলার রাজনীতিতে এই আয়ারাম গয়ারামদের দলবদল এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সামনে কোন নির্বাচন থাকলে তো কোন কথাই নেই। এর ব্যাতিক্রম নয় কোচবিহারও। দিনহাটায় দুই মন্ত্রীর হাত দিয়ে যেভাবে বলতে গেলে নিত্যদিনই দলবদল হচ্ছে তাতে মনে হয় যেন কে কত দলবদল করাতে পারে সেটাই যেন তাদের একমাত্র লক্ষ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে এমন কিছু নেতার দেখা মিলছে যারা দলবদল করার কয়েকদিনের মধ্যেই আবার পুরনো দলে ফিরে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে এই সব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের দলবদল আগামী পঞ্চায়েত ভোটের টিকিট পাওয়ার জন্য। তবে এই দলবদলের লড়াই এবং কেন্দ্র আর রাজ্যের দুই শাসকদল বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে থেমে নেই।সাগরদিঘির উপনির্বাচনে ও কর্নাটকে জয়লাভ করায় এই দলবদলে নাম লিখিয়েছে কংগ্রেস, সিপিএমও। অবাক করা বিষয় যে সিপিএমের সদস্য হতে হলে প্রচুর কাঠখোড় পোয়াতে হয় বলে অভিযোগ ওঠে। দলবদলের হাওয়ায় তা সব উধাও। চরম দক্ষিণপন্থী দল থেকে নেতাদের থেকে লালপতাকা নিয়েই বামপন্থী কমরেড হয়ে যাচ্ছে দলবদলুরা। কত সহজ হয়ে উঠছে আজকের বাংলার রাজনীতি। শীর্ষ স্তর থেকে শুরু করে একদম তৃণমূল স্তর অবদি এই দলবদলুদের রমরমা। আর এটাই হয়ে উঠছে বর্তমান রাজনীতির নতুন ট্র্যাডিশন। যা আগামীদিনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এক বড় অশনি সংকেত।

কবিতা

ঘাতক কাটা

.... ডাক্তার আব্দুর রহিম

পলেস্তরা উঠে গেছে দেয়ালের
কেমন বিবর্ণ এবং বিমর্ষ লাগছে
একদা জৌলসী দেয়ালটাকে!

নিষ্ফলা মাঠে অবুঝ বালক
এলোমেলো ঘুরছে
হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চায়
স্বপ্নের আকাশটাকে!

কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায়
কিছু কিছু রটনা রটে যায়
কখনো নীরবে কখনো সরবে
বিধাতা পড়ে যায় দারুণ বিভ্রাটে!

যতদূর দৃষ্টি যায় চোখ মেলে দেখি
ভাবনার রং তুলিতে জীবনের ছবি আঁকি
শত ভালোবাসাও বাঁধতে পারে না
হৃদয়হীন হৃদয়টাকে!

সবারই সব হয় না
সব সরোবরে পদ্ম ফোঁটে না
এক ঘাতক কাটা বিধেছে গলায়
কি করে ছুড়ে ফেলি তাকে?

প্রবন্ধ

তিস্তা বুড়ির কথা

.... মারুফ হোসেন, বাংলাদেশ

তিস্তা উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী। তাই রাজবংশী প্রধান উত্তরবঙ্গে তিস্তা মাতৃস্বরুপা, সে সকল নদীর মা। তাই সে বয়জেষ্ঠ্যা। তাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সে বুড়ি মা। তিস্তা বুড়ি ।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে কৃষিকাজের জন্য উর্বর পলি মাটি তথা জল সরবরাহের মুখ্য উৎস তিস্তা। একদা মহানন্দা ও করতোয়ার মত বিশাল নদী কালের গর্ভে আজ মজে গেছে, কিন্তু তিস্তা এখনও তার বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান। আজও কৃষিপ্রধান উত্তরবঙ্গে জলের অন্যতম উৎস তিস্তা । তাই এই নদী উত্তরবঙ্গে প্রাণ।

মনে করা হয় একদা করোতোয়া নদীও তিস্তারই অংশ ছিলো। তাই বাংলা বছরের শুরুতেই উত্তরবঙ্গসহ সমগ্র পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জুড়ে করোতোয়া ও তার শাখা নদী তীরবর্তী জায়গায় পালিত হয় 'তিস্তা বুড়ি' পুজো। স্থানীয় ঠাকুরগাঁওয়ের মহিলারা তিস্তার স্তুতি করে নদীর বুকে পুজো দিতে যায়। তিস্তাকে বলা হয় 'ত্রাসের নদী'। এককালে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভয়ানক বন্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলো এই নদী। তাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই সচেষ্ট তাদের মা তিস্তাকে পুজো করে সন্তুষ্ট করতে।

"আজ কেনে কেলার বাসন উঠে রে
না জানি তিস্তা বুড়ি
কুনকালে আসে রে
আজ কেনে ধুনার বাসন উঠে গে
না জানি তিস্তা বুড়ি
কুন কালে আসে রে।"

স্থানীয় ভাষায় স্তোতগুলি গেয়ে দেবীকে প্রসাদ নিতে আমন্ত্রণ করা হয়।

"তিস্তা বুড়ি প্রণাম লে
লে লে প্রসাদ লে
তিস্তা বুড়ি প্রনাম লে"

গেয়ে মহিলারা নেচে নেচে তাদের 'তিস্তা বুড়ি' মাকে প্রণাম করে। আজও কালবৈশাখী ঝড় উঠলে উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য বয়স্ক রাজবংশী মহিলারা মনে করেন যে এটা "তিস্তা বুড়ি" মার প্রকোপ। তাই আজও তারা গেয়ে ওঠেন-

'তিস্তা বুড়ি মা
ওনে ওনে যা।'

অর্থাৎ "হে মা শান্ত হও, তুমি চলে যাও।"

এদিকের গ্রামগুলির অধিকাংশ বয়স্ক মহিলা তাদের ছোটবেলায় তারা দলবেধে গান করতে করতে পুজো দিতে যেত। শুধু দেবীর স্তুতির গানগুলো নয় ;

"পাটার বিচি পুটুর পাটার
ক্ষীরার বিচি লম্বা
মোহ ভাতার ধরিম রে দাদা
ধুতি ঝুলা দেখিয়া
ধুতি ঝুলা বন্ধু দারুন শো
সীতা পাড়া বন্ধু চোপরে চোপ"

এই গানগুলোর মাধ্যমে বান্ধবীদের সাথে হাসি মশকড়া করে নদীর পাড়ে যেতেন পুজো দিতে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম স্থানীয় ভাষার এই স্তুতিগুলো জানেই না, বলা ভালো মানেই বোঝে না। তাই সত্যিই এটা আক্ষেপের বিষয়। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে এই রীতিগুলোকে ধরে থাকবে। তাদের প্রজন্মের পর হয়তো চিরতরে হারিয়ে যাবে এই স্তুতিগুলো। এভাবেই "তিস্তাবুড়ি" পুজো মত উৎসবগুলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে, হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে ইতিহাসের অন্তরালেই ।

প্রবন্ধ

ঘৃণা ও বিদ্বেষে ধোয়া যায় না মেধার উচ্চতা

.... খুরশিদ আলম

'সমাজ কীভাবে শিশুদের প্রতি আচরণ করে তার মধ্য দিয়ে সমাজের চেহারা ফুটে ওঠে' - নেলসন ম্যান্ডেলা

সাম্প্রতিককালে রাজ্যে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে মেধা তালিকায় স্থান করে নেওয়া শিক্ষার্থীদের নজরকাড়া সাফল্য নিঃসন্দেহে তা আনন্দের প্রশংসারও বটে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যকে উৎসাহিত করার বদলে বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক হতাশাজনক চেহারা যা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত। অত্যন্ত কুৎসা, ঘৃণা, তীব্র আক্রমণ শোনানো হচ্ছে। কখনও জাতপাতের নামে, কখনও একটি বিশেষবর্গ, বিশেষ শ্রেণী হিসাবে। ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘৃন্য বাক্য, বিশেষণ। নিউজ পোর্টাল, সংবাদপত্রের খবরগুলির দিকে তাকালেই চোখ ফেরানো দায়। কিভাবে খাপ পঞ্চায়েতের মতো মন্তব্য পাল্টা মন্তব্য, ট্রোল। খবরের শিরোনাম পাল্টে যাচ্ছে টিআরপির লোভে। ফলে যে বার্তা যে আবহ নির্মাণ করা হচ্ছে তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। যে মূল্যবোধ, নীতিহীনতা, সামাজিক অবক্ষয়ের সমাজে আমরা বাস করছি এভাবেই কী তার কফিনে শেষ পেরেকটাও পুঁতে দেবো? একটু একটু করে সেই অধঃপতনের দিকে আমরা কিন্তু নোঙ্গর করছি আমাদের আসল ডেস্টিনেশন হয়তো এটাই। এসব দেখে, শুনে, বুঝেও আমাদের এক শ্রেণীর বাবু সমাজ সোচ্চার হওয়া দূর অস্ত নিজের অবস্থান ক্রমশ জানান দিচ্ছে একের পর এক। সমাজ পাল্টে দেওয়ার নামে যারা স্লোগানে স্লোগানে আওয়াজ তোলেন তারাও আজ নীরব দর্শক। মুখে টু শব্দ পর্যন্ত নেই। আশ্চর্য লাগে এই ভেবে তাহলে কি এটাই আমাদের ভবিতব্য ! শুধুই কি বিদ্বেষ, ঘৃণা ছড়ানো? নাকি একটা তুমুল হট্টগোল পাকিয়ে প্রান্তিক, দুর্বলদের আরও বেশি কোণঠাসা করা ? ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তাদের দমিয়ে রাখা। ক্রমশ গুলিয়ে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাসের স্পিরিট।

যখন দেখি উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী উত্তর দিনাজপুরের ছেলে আবু সামা যাকে আক্রমণ করা হয়েছে তালিবানি 'পাকিস্তানীর মতো শব্দবন্ধ দিয়ে তারপরে আর কি বলার থাকে! হয়তো সাফল্যের প্রশস্তি এটাই। আর এক কৃতি সন্তান রিফাত হাসান সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাদ যায়নি এমনকি তাকেও শুনতে হয়েছে জঙ্গি, জেহাদ নামক কুৎসিত আক্রমণও। অন্যদিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী প্রেরণা পাল নামে মেয়েটি যখন বলে এই দুর্নীতিগ্রস্থ বাংলা আমার রাজ্য নয় তখনও রে রে আওয়াজ তুলে তাকেও শুনতে হলো তীব্র আক্রমণ শাসকের রক্তচক্ষু ।

রাজনীতির পাঁকচক্রে এই শব্দ এই ভাষা সন্ত্রাস সম্পর্কে আমরা নিশ্চয় ওয়াকিবহাল তাবলে জাতির ভবিষ্যত, আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টা তাদের ক্ষেত্রে এমনটা হতে দেখা যাবে তা হয়তো আমরা কেউই কল্পনা করতে পারিনি, ভাবিনিও। অথচ এক্ষেত্রেও সেটাও বাদ পড়লো না। আর সেটা আবার প্রথম সারির পত্রিকা আনন্দবাজার নিউজ পোর্টালের মত সংবাদপত্র। ভাবা যায় না। আমরা ঠিক কোথায় আরও কতটা পৌঁছোতে হবে? যেভাবে বিদ্বেষের গাঢ় রং ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশ তা একদিন আছড়ে পড়বে নাতো এই আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়।

তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী এই কচি কচি নবযৌবনের দল যারা একদিন এই পঙ্কিলসার সমাজ মুছে দিয়ে নির্মাণ করবে সবুজ কোনো আকাশ। ***(লেখক পেশায় শিক্ষক)***

পণপ্রথার বিরুদ্ধে নাটক আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজের

দেবাশীষ চক্রবর্তী: পণপ্রথা আজও আমাদের সমাজের এক ভয়ানক ব্যাধি। আর এ নিয়েই মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে এল আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রয়াসে নির্মাণ করা হয়েছে একটি পথ নাটকের। পথ নাটকটির নাম 'এখানেই শেষ নয়'। এক বাক শক্তিহীন ব্যক্তির মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটি ছেলের প্রেমের ফাঁদে পড়ে। মেয়েটি তার বাড়ির অমতে ছেলেটিকে বিয়ে করে। এরপর মেয়েটি দেখতে পায় যে ছেলেটিকে সে বিয়ে করেছে সে মাদকাসক্ত। আর ছেলেটির মা ও বোন ছেলেটিকে দিয়ে মেয়েটিকে তার বাড়ি থেকে পণের টাকা আনার জন্য ক্রমশ চাপ দিতে থাকে। প্রায় প্রতিদিন মাদকাসক্ত স্বামীর কাছে মেয়েটি মার খায় পণের টাকার জন্য। একদিন মেয়েটিকে তার স্বামী এই কারণে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় মেয়েটির মুখ। আর এর থেকে বাঁচতে মেয়েটি মনস্থির করে আত্মহত্যা করার কথা। মেয়েটি আত্মহত্যা করতে যাবার জন্য যখন যাচ্ছিল। হঠাৎ করে বাকশক্তিহীন মেয়েটির বাবা তার বাক শক্তি ফিরে পেয়ে মেয়েটিকে ডেকে ওঠে। দাড়িয়ে পড়ে মেয়েটি এবং ছুটে গিয়ে বাবাকে আঁকড়ে ধরে। বাবা তাকে বলেন আবার নতুন করে

লড়াই করতে। যাতে তাকে দেখে অন্যমেয়েরাও সাহসী হয়ে উঠতে পারে। নাটকটি রচনার পাশাপাশি নির্দেশনাতেও ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক অভীস্ট সেন। তাকে সাহায্য করেছেন কলেজেরই দুই সহকারী অধ্যাপক দিলীপ বর্মন ও মিতালি শর্মা। নাটকটিতে অভিনয় করা সবাই বিএড এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়েটির চরিত্রে কলেজের ছাত্রী পিয়ালী সরকারের অভিনয় সত্যিই দাগ কাটে। মেয়েটির বাক শক্তিহীন বাবার চরিত্রে চমৎকার অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন নেহা মন্ডল। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের ঘরঘরিয়া গ্রামে এই সমাজ সচেতনমূলক নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কলেজ সূত্রে জানা গেছে আগামীতে আরও অনেকখানে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

সারম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন ঐকতানের

দেবাশীষ চক্রবর্তী : প্রতিবারের মত এবছরও গত ২৫ ও ২৬ বৈশাখ কোচবিহারের দেবীবাড়ী নুতনপাড়ার মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ঐকতান সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে পালিত হল ১৬২ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে ২৫ বৈশাখের সকালে ঐকতানের তরফে রবীন্দ্র প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এরপর মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অভিজিৎ মজুমদার, কবি সুবীর সরকার। এরপর প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। দুটি বিভাগে ভাগ করে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র নৃত্যের বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত। 'বর্তমান সমাজে রবীন্দ্রভাবনার প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সর্বসাধারণের জন্য ছিল কিছু বলুন নামের অনুষ্ঠানটি ঐকতানের গভীর সাংস্কৃতিক বোধের পরিচয় রাখে। সন্ধ্যায় ঐকতানের সদস্যাদের দ্বারাও মঞ্চস্থ হয় বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম দিনের শেষে মঞ্চস্থ হয় ঐকতানের সদস্যাদের দ্বারা অভিনীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'শান্তি'। নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যুৎ পাল। আর নাট্যরুপ দিয়েছেন গৌতম রায়। ২৬ বৈশাখ সকাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় একটু ভেবে বল, তবলা লহরা, দ্রুত খেয়াল, শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। উপস্থিত দর্শক সাধারণের জন্যও ছিল বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় ঐকতানের শিল্পীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য 'শুভায়ন'। পরিচালনায় ছিলেন প্রিয়াংকা রায়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক। প্রথমে মঞ্চস্থ হয় ঐকতান প্রযোজিত ও পম্পা সরকার নির্দেশিত নাটক 'গোপাল ভাঁড়'। অসাধারণ এই নাটকটি সকলের মন জয় করে নেয়। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় বিদ্যুৎ পালের নির্দেশনায় কোচবিহার বর্ণনা প্রযোজিত নাটক 'মোহবৃতি'। সবমিলিয়ে ঐকতানের রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল মায়াময়।

প্রকাশিত চিতলগাঙ-এর ষষ্ঠ সংখ্যা

পার্থ নিয়োগী: ২০০৯ সালের এপ্রিলে পথচলা শুরু হয়েছিল রাজবংশী ভাষার জনপ্রিয় পত্রিকা 'চিতলগাঙ' এর। এরপর থেকে রাজবংশী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এই পত্রিকা। সম্প্রতি মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হল 'চিতলগাঙ' এর ষষ্ঠ সংখ্যা। বারকোদালি চৌপথির একটি শিশু বিদ্যালয়ের ঘরে এই পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠানটি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়। আনুষ্ঠানিকভাবে 'চিতলগাঙ' পত্রিকার প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিখিলেশ রায়। চিতলগাঙ এর সম্পাদক তথা বিশিষ্ট কবি যতীন বর্মা বলেন পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় চিলারায়ের আত্মত্যাগ, দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি, ভাটিবাড়ির লোকনাটক বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ আছে। বাংলাদেশের দুই কবির কবিতা সহ অসম ও উত্তরবঙ্গের কবিদের ২৫ টি কবিতা ও ৫ টি গল্প পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ১৯৯৬ সালে যতীন বর্মা ও বিনোদ বিহারী বর্মন সম্পাদিত রাজবংশী কবিতা সংকলন বইটিকে বিশ্বের দরবারে পৌছে দিতে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন শিলং নর্থ ইষ্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় প্রধানী এবং গুয়াহাটির কটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ আচার্যি। আর তাদের অনুবাদ করা সেই 'দিস ল্যান্ড দিস পিপল' কবিতার বইটি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে রাজবংশী কবিতাকে। আর এই কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ তাদের দুজনকে 'চিতলগাঙ সম্মাননা ২০২৩' প্রদান করা হয় এদিন। স্মারক হিসেবে তাদের হাতে চিতলগাঙের পক্ষ থেকে ১৪ উচ্চতার মনীষী পঞ্চানন বর্মা এবং বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার কাঠের মূর্তি তুলে দেন চিতলগাঙের সম্পাদক যতীন বর্মা। সব মিলিয়ে এদিনে অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল আক্ষরিক চাঁদের হাট। আর এরজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য চিতলগাঙের সম্পাদক যতীন বর্মার।

সাহিত্যের আকাশে আবার ধূমকেতু

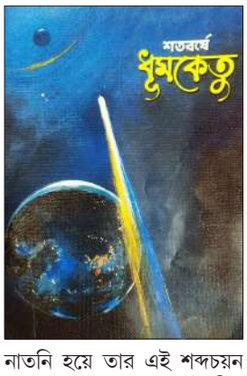

পার্থ নিয়োগী: ধূমকেতু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি শুধুমাত্র পত্রিকা নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত বিপ্লবীরা মনে করতেন এটা তাদের বিপ্লবের পত্রিকা। ১১ আগষ্ট ১৯২২ সালে ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাপিয়ে দিয়েছিল এই পত্রিকা। অন্যায়, অবিচার, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল এই ধূমকেতু। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে। কিন্তু নজরুলের প্রিয় বাংলা আজ দুটি আলাদা দেশ। আকাশের ধূমকেতুর দেখা মিললেও বাংলা সাহিত্যের আকাশ থেকে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল ধূমকেতু পত্রিকা। ভাগ্যিস ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল একাডেমি ছিল। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবার পথচলা শুরু করল কাজি নজরুলের এই পত্রিকা। আর এরজন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন খোদ কবির নাতনি খিলখিল কাজি। তিনি তার বার্তায় লিখেছেন 'নজরুলের অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তা যেন আবারও একসঙ্গে মিলে ধূমকেতুকে নিয়ে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়। তবে কবির নাতনি হবার পরেও তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কথাটি উল্লেখ করেছেন। অথচ বিপ্লব করতে হলে রক্ত ঝড়লেও বিপ্লবীরা কখনই সন্ত্রাসবাদী নয়। বলা ভাল লাগামহীন সন্ত্রাস বন্ধ করতেই বিপ্লবের জন্ম হয়। এই কারণে নজরুল গান্ধীর সমালোচনা করে নেতাজি সুভাষের পথকেই সমর্থন করেছিলেন। তারপরেও কবির নাতনি হয়ে তার এই শব্দচয়ন দেখে অবাক হতে হয় বৈকি। এছাড়াও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন বাচিকশিল্পী বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, সংগীতশিল্পী ইন্দ্রানী সেন, কল্যাণ সেন বরাট, শম্পা কুন্ডুর মত বিদগ্ধ শিল্পীবৃন্দ। একাডেমির সম্পাদকের কলমে সংস্থার সম্পাদক মানস চক্রবর্তী 'ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল একাডেমি' এর সমস্ত কর্মকান্ড এবং চিন্তাধারার কথা সুন্দর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। নজরুল মানেই বৈচিত্রতা, খোলা মনে সব কিছুকে নিজের বলে মনে করা। তাই স্বাভাবিকভাবেই নজরুলকে নিয়ে লেখা মানে কোনো একটা আবদ্ধ বিষয়ে আটকে থাকা নয়। প্রথমেই তাই 'স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা আজ বিশ্বশান্তির দিক নির্দেশক নজরুল' প্রবন্ধটি খুব প্রাসঙ্গিক । বাংলায় ইন্টার ন্যাশনাল সঙ্গীতের প্রথম অনুবাদক ছিলেন নজরুল। সেই ইতিহাস উঠে এসেছে মল্লিকা গাঙ্গুলীর কলমে। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত ও গজল নিয়ে রমলা মুখার্জির তথ্যবহুল লেখা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। কোচবিহারের ছেলে ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের সাথে নজরুলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আমাদের অনেকেরই জানা। আব্বাসউদ্দিনের ভাওয়াইয়ার সুর আধুনিক বাংলা গানে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন নজরুল। আর আব্বাসউদ্দীন ও নজরুলকে নিয়ে কলম ধরেছেন সব্যসাচী ঘোষ। প্রবন্ধের পাশাপাশি নজরুলকে নিয়ে লেখা ১৮ টি কবিতাও আছে এই সংখ্যায়। কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবীর হুমায়ুন, সুবীর সরকার, সুদীপ্ত মাজিতাহেরা খাতুন প্রমুখ। বর্নালি মাইতি এবং মিঠু অধিকারীর ছোট গল্পদুটিও পাঠকে আনন্দ দেয়। মায়া রায়ের লেখা 'নির্ভীক নজরুল' ও বহ্নিশিখা ঘটকের শিশু সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ দুটি বেশ তথ্যবহুল। নজরুলের কবিতা বিশ্লেষণ করে লেখা চারটি প্রবন্ধ বইটিকে এক অন্যমাত্রায় এনে দিয়েছে। সবশেষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি সূত্র ধরে শ্যামল দত্তের নাট্যরুপান্তর 'দে গরুর গা ধুইয়ে' তে খুব নিপুণভাবে বর্তমান সময়ে নজরুলের উপস্থিতি থাকলে যে সেটা তার কাছে কত বেদনার হত সেটাই তুলে ধরেছেন। রশিদ খানের করা প্রচ্ছদটি চমৎকার। বইয়ের পেছনের পাতায় ধূমকেতুর সেই ঐতিহাসিক সংখ্যাগুলি নিয়ে কোলাজে রুপ দেওয়া সম্পাদকের গভীর চিন্তার ফসল। তবে ধূমকেতুর এই নতুনভাবে পথচলা শুরু এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার পাশাপাশি আগামীতে নজরুলের মুক্তভাবনার আদর্শ আরও বেশী করে ছড়িয়ে দিতে পারবে এটুকু আশা নিশ্চিন্তে করা যেতেই পারে।

সিকিমে ছায়ানীড়

পার্থ নিয়োগী: আবার এক বড় প্রাপ্তি কোচবিহার ছায়ানীড়ের। ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক একাডেমী থেকে, সিকিমে মূকাভিনয় পরিবেশনের আমন্ত্রণ পেয়েছে তারা। ইমেইল মারফৎ এই আমন্ত্রণপত্র পায় তারা। এই প্রসঙ্গে ছায়ানীড়ের সম্পাদক স্বাগত পাল জানান, 'এটা আমাদের এক বড় সাফল্য। আমরা চেষ্টা করব সিকিমে গিয়ে মূকাভিনয়ের সেরাটা দিতে'।

আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অংশ হিসেবে, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, সাংস্কৃতিক বিভাগ, ভারত সরকারের সহযোগিতায়, সিকিমের ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা এবং সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়, সিকিমের মান্নান ভবনে আয়োজন করছে 'অমৃত যুব কালোৎসব- ২০২৩-২৪'। এই উৎসবে তরুণ শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শন হবে। আমাদের দেশের শিল্প, ঐতিহ্য এবং অভিব্যক্তির বিকাশ হবে এই উৎসবে। মান্নান ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও হবে কর্মশালা সিকিম ইউনিভার্সিটি, গ্যাংটকে। এই অমৃত যুব কালোৎসবে, মূকাভিনয় পরিবেশনের আমন্ত্রণ পেয়েছে কোচবিহার ছায়ানীড়। আগামী ৩রা জুন সন্ধ্যায় মান্নান ভবনে তারা মূকাভিনয় পরিবেশন করবে।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৩০ মে সন্ধ্যায় কবি সুবীর সরকারের আড্ডাঘরে প্রকাশিত হল কবি অভিজিৎ সেনের দুটি কাব্যগ্রন্থ "বৃত্ত" এবং "সময়ের গল্প"। আনুষ্ঠানিকভাবে বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করলেন অধ্যাপক ভগীরথ দাস, বাংলাদেশ থেকে আগত মনীষী পঞ্চানন গবেষক তথা সাংবাদিক হরিশ রায়, মানস চক্রবর্তী, সঞ্জয় মল্লিক, সঞ্জীব আচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপেন্দ্র নাথ বর্মণ, সৈকত সেন, অধ্যাপক জয় দাস, তাপস দাস চৌধুরী সহ আরো বিশিষ্টজনেরা। আর ছিল ভাওয়াইয়া গান। আমাদের মাটির প্রাণের গান শোনালেন জেনকিন্স স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র উদীয়মান ভাওয়াইয়া শিল্পী মোস্তাক হোসেন। নিজেদের লেখালেখির কথা শোনালেন ভগীরথ দাস এবং হরিশ রায়।

প্রকৃতির মাঝে তল্লির আত্মপ্রকাশ

পার্থ নিয়োগী: তল্লিগুড়ি কোচবিহারের এক গ্রাম। আর সেই গ্রামের এক অখ্যাত বাঁশঝাড়ের সামনে আত্মপ্রকাশ হল সাহিত্য পত্রিকা 'তল্লী' এর। সাম্প্রতিক সময়ে কোচবিহারের সাহিত্যচর্চার বিকাশে অন্যতম একটি সাড়া জাগানো প্রচেষ্টা 'তল্লী' এর পথচলা। এই পত্রিকা'র প্রকাশকে শুধুই একটি সাধারণ প্রচেষ্টার ঘেরাটোপে বেঁধে ফেললে খুব বড় ভুল হবে। কারণ এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই হল অনূর্ধ্ব সতেরো কিশোর-কিশোরীদের কবিতা, গল্প, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মকে তুলে আনা। প্রকৃতির কোলে বই প্রকাশের এই প্রচেষ্টাকে আপণ করে নিতেই এদিন উপস্থিত থেকে হৃদয়ের কথা শোনালেন জগদীশ আসোয়ার, গৌরাঙ্গ সিনহা, গৌতমী ভট্টাচার্য, সুভাষ রায়, অখিল ঘোষ, কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস প্রমুখ। পত্রিকা প্রকাশক বিজনকুমার দাস শোনালেন এ জাতীয় উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্পের কথা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন স্কুলের পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা। তরুণ স্কুল শিক্ষক ফণীভূষণ সাহার সম্পাদকীয়তে উঠে এসেছে শিশু-কিশোরদের সুকুমার বৃত্তির চর্চার কথা আর তার সূত্র ধরেই যখন জানা গেল যে ঠাঁই পাবার স্থান তখন গ্রাম্য পরিবেশে বিকেলের অস্তগামী সূর্যকিরণের হালকা ছোঁয়া পেতে পেতে উপস্থিত প্রচুর শহুরে মনগুলোয় রোমাঞ্চ লেগেছিল, সন্দেহ নেই।

এরই ফাঁকে একক নৃত্য পরিবেশন করেছে পারমিতা, অর্পিতা। যৌথ লোকনৃত্যে প্রকৃতির মঞ্চ মাতাল তিথি, অঙ্কিতা, তনুশ্রীরা। খুব ভালো লাগল তরুণী পায়েলের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা। সব মিলিয়ে প্রকৃতির কোলে সাহিত্যচর্চার সম্ভাবনার বীজ এদিন রোপণ করা হল তা এককথায় অনবদ্য।

বিশ্বের একমাত্র গেমিং OLED টিভি আনল LG

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ডিউরেবেল ব্রান্ড LG Electronics বাজারে নিয়ে এল বহু প্রত্যাশিত 2023 OLED টিভি লাইন-আপ। হোম এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে LG। উল্লেখ্য, LG-র এই নতুন OLED টিভিটি বিশ্বের বৃহত্তম ২৪৬cm (৯৭) OLED টিভি। যা বিশ্বের একমাত্র গেমিং OLED টিভি।

গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ভেরিয়েন্টে OLED-র ২১টি মডেল লঞ্চ করেছে LG। এটি হল বিশ্বের একমাত্র ৮K OLED Z৩ সিরিজ, OLED ইভো গ্যালারি সংস্করণ G৩ সিরিজ, OLED ইভো C৩ সিরিজ, OLED B৩ এবং A৩ সিরিজের টিভি। আপগ্রেড LG-র এই নতুন OLED টিভি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ছবি সহ ছবির ডিটেলিং এবং ন্যাচরাল কালার প্রদান করে। যা চোখের জন্য ভীষণ ভাবে উপকারী। এছাড়াও নতুন OLED তে রয়েছে অবজেক্ট কালেকশন POSE, OLED ফ্লেক্স এবং একটি গেমিং পাওয়ার হাউস। যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের সুবিধা মতন টিভি দেখতে পারেন সেজন্য LG-র এই নতুন OLED টিভির স্ক্রিনটি ২০টি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ঘোরানো যাবে।

অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে ত্বক কে রক্ষা করে সানস্ক্রিন

কলকাতা: ২৭ মে- জাতীয় সানস্ক্রিন দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সূর্যের অতিবেগুনী ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মির স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা। সেই সাথে ত্বককে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সঠিক সানস্ক্রিন লোশন নির্বাচন। কারণ সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে বেশিক্ষণ থাকলে ট্যানিং, সান এলার্জী, অকাল বার্ধক্য, বলিরেখা এমনকি স্কিন ক্যান্সারের মত মারণ রোগও দেখা দিতে পারে। তাই ত্বকের সুরক্ষায় সঠিক সানস্ক্রিন নির্বাচন ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটু হলেও তা ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে ত্বক কে রক্ষা করে।

ডাঃ শ্রাবণী ঘোষ জোহা জানান, সানস্ক্রিন আপনার ত্বককে ত্বকের ক্যান্সার এবং অকাল বার্ধক্য থেকে রক্ষা করতে পারে। ডার্মাটোলজিতে দেখা গেছে যে- সানবার্ন, ফ্রেকলিং, ত্বকের ক্যান্সার, হাইপার পিগমেন্টেশন প্রভৃতি প্রতিরোধে সানস্ক্রিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন ,একটি সানস্ক্রিন নির্বাচনের সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। সেটি হল – নির্বাচিত সানস্ক্রিন টি যেন কমপক্ষে ৩০+এর বেশি SPF যুক্ত হয় এবং তা যেন UVA এবং UVB রশ্মির বিরুদ্ধে স্পেকট্রাম সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। তিনি আরও বলেন, ত্বকের সুরক্ষার জন্য কসমেটিকের পরিবর্তে মেডিকেটেড সানস্ক্রিন ব্যবহার করাই ভালো।

Hopscotch-এর ব্যবসা বিশেষ ভূমিকা নেবে ফান্ডিং রাউন্ড

কলকাতা: Hopscotch-এর মূল কোম্পানি, Hit the Mark, Inc তার Marquee kids Fashion Brand-এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অ্যামাজনের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ফান্ডিং রাউন্ডে ২০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এই ফান্ডটি Hopscotch কে তার ব্যবসা সম্প্রসারণে এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বাচ্চাদের জন্য লেটেস্ট ডিজাইনের পোশাকের এক বৃস্তিত সম্ভার অফার করবে।

অ্যামাজনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই ফান্ডিং রাউন্ডটি Hit the Mark-এর প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা Hopscotch কে একদিকে যেমন ফ্যাশন ট্রেন্ডগুলি দ্রুত চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে তেমনি অপরদিকে দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বাড়াতে রিটেলারদের সাহায্য করবে। বলাবাহুল্য, অ্যামাজন এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহায়তায়, Hopscotch-এর ব্যবসা বৃদ্ধির গতি একটি ভালো জায়গায় আছে।

Camu-র সাহায্যে শিল্প-শিক্ষায় দক্ষতার ব্যবধান দুর করবে NSDC

কলকাতা: অক্টোজ টেকনোলজিসের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড CamuEdTech-এর সাথে পার্টনারশিপ ঘোষণা করেছে ভারতে দক্ষতা উন্নয়নের প্রচারে নিবেদিত ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন / NSDC। উল্লেখ্য, এই Camu, হল Octoze Technologies-এর ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড। যা Camu EdTech দ্বারা চালিত এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য NSDC-র দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রামে সাহায্য করবে।

Camu-র সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্প এবং শিক্ষায় দক্ষতার ব্যবধান দূর করতে ৪০০টিরও বেশি স্কিলিং পার্টনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত রেঞ্জের কোর্স অফার করে NSDC। Camu-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে HEI-গুলিকে বিস্তৃত ক্ষমতা অফার করবে NSDC। যার মধ্যে রয়েছে এন্ড টু এন্ড প্লেসমেন্ট প্রস্তুতি, শিল্প বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বিশেষ দক্ষতা প্রোগ্রাম, দক্ষ চাকরির নিয়োগ, ছাত্র উদ্যোক্তা প্রোগ্রাম, K-12 (IIT JEE) পরীক্ষার প্রস্তুতি , NEET), IAS, IPS, GATE, আন্তর্জাতিক ভর্তি, গবেষণা দক্ষতা, স্বীকৃতি এবং NIRF সমাধান, এবং আরও অনেক কিছু।

অমৃতার বিলাসবহুল ভিলা উদ্ঘাটন করা হল গ্যাংটকে

গ্যাংটক: অমৃতরা হোটেল এবং রিসোর্ট, দেশের বৃহত্তম বিনোদন এবং সুস্থাপিত হোটেল চেন, সিকিমের মনোমুগ্ধকর শহর গ্যাংটকে অমৃতরা তার লাক্সারি ভিলা তোসকা নামক হোটেলের গ্রান্ড ওপেনিং ঘোষণা করেছে।

অমৃতরা লাক্সারি ভিলা তোসকা হল ভারতের একটি বিলাসবহুল ভিলা, যা সেরা ৫০ টি ভিলার মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত। এটি রোমান্টিক হানিমুন টেরেস স্যুট, ফ্যামিলি স্যুট এবং দুটি বেডরুম স্যুট সহ তিনটি বিলাসবহুল স্যুট অফার করার পাশাপাশি কাংচেনজঙ্ঘার দুর্দান্ত দৃশ্য প্রদান করে। প্রতিটি স্যুট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং রান্নাঘরের ফ্যাসিলিটির সাথে, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত করা হয়েছে। অমৃততারা হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমার্শিয়াল, সারভার হান্স বলেছেন, "সিকিম তার জীববৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত এবং কাংচেনজঙ্ঘার আতিথেয়তা প্রচুর পর্যটককে আকর্ষিত করে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সাথে রাজ্যে উপযুক্ত আতিথেয়তার পরিষেবা উপস্থিত থাকা দরকার।"

অমৃতরা হোটেলস এবং রিসোর্টস ভারতের গ্যাংটকে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য নিবেদিত। এটি পাকিয়ং এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছাকাছি তাশি ভিউ পয়েন্ট, সোমগো লেক এবং রুমটেক মনাস্ট্রির মতো জনপ্রিয় সাইটগুলিতে সুবিধাজনক এক্সেস অফার করে।

'রিটার্ন অ্যান্ড রিসাইকেল' প্রকল্পের লক্ষ বর্জ্য মুক্ত বিশ্ব

কলকাতা: ভারতে পিইটি বোতল রিসাইকেল করার জন্য Zepto-এর সাথে কোলাবরেশন করেছে Coca-Cola India। যা ভারতে প্রথম।এই উদ্যোগটিকে কার্যকর করার জন্য ২০২২ সালের নভেম্বরে মুম্বাইতে 'রিটার্ন অ্যান্ড রিসাইকেল' নামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। উল্লেখ্য, পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এই উদ্যোগটিকে কার্যকর করার জন্য Zepto ১০০% ট্রেসেবিলিটি সহ PET বোতল সংগ্রহের একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া তৈরি করেছে। যা ৬০-দিনের পাইলটের অংশ হিসাবে ১০০ কেজিরও বেশি PET বোতল সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহৃত করে গ্রাহকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। Coca-Cola India-র লক্ষ হল এই 'রিটার্ন অ্যান্ড রিসাইকেল'উদ্যোগের মাধ্যমে বর্জ্য মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা।

রিটার্ন অ্যান্ড রিসাইকেল প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটাইজেশন করতে Zepto এবং Coca-Cola কোলাবরেশন PET বোতল সংগ্রহের জন্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যবহার করছে। যার ফলে এই রিটার্ন অ্যান্ড রিসাইকেল প্রক্রিয়াটিকে আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা সম্ভব হচ্ছে। এখন থেকে দিল্লি এনসিআর, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, পুনে এবং কলকাতার কয়েক শত Zepto ডেলিভারি হাবসের কালেকশন বিনস দিয়ে PET বোতলের কালেকশনটি স্কেল করা হবে।

কলকাতার পরিবহন পরিকাঠামোকে হাইলাইট করেছে Vestian

কলকাতা: নেতৃস্থানীয় গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট সলিউশন প্রোভাইডার সম্প্রতি কলকাতার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপর 'impact and future outlook'নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। Vestian-এর এই রিপোর্টে বন্দর, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সড়ক যোগাযোগ সহ আসন্ন প্রকল্পগুলিকে হাইলাইট করা হয়েছে। যা কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করে তুলবে।

বলাবাহুল্য, Vestian-এর এই রিপোর্টটি শহরের পরিবহন পরিকাঠামো, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যবান কিছু বিষয় তুলে ধরেছে। Vestian-এর এই রিপোর্ট নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ যারা কলকাতার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ওপর বিনিয়োগ করতে চান।

Vestian-এর রিপোর্ট অনুসারে- কলকাতা, হলদিয়া এবং কলকাতা ডক সিস্টেমের বন্দরগুলি একযোগে এপ্রিল ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২৩ এর মধ্যে ১০৮ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্গো হ্যান্ডল করায় দেশে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কলকাতা প্রায় ১,০০০টি রেজিস্ট্রারড ইন্ডাস্ট্রি আছে। যা কলকাতার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Vestian-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে কলকাতা শহরের ১৬০০ কিমি-র রেল পরিষেবা ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম সিটি রেল পরিষেবা।

উৎপাদন বাড়াতে কর্মী ঘাটতি পূরণ করবে টিটিটিআই

কলকাতা: "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং "স্কিল ইন্ডিয়া"-র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে Toyota Kirloskar Motor / TKM উৎপাদন বাড়াতে মে মাস থেকে বিদাদিতে তিন-শিফট অপারেশন শুরু করার ঘোষণা করেছে। এর ফলে প্ল্যান্টের উৎপাদন আউটপুটকে ৩০% বৃদ্ধি পাবে।

TKM-এর এই তিন শিফট অপারেশনের জন্য কোম্পানি প্রায় ২৫% অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। আর কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মীদের ঘাটতি পূরণ করবে টিটিটিআই / টয়োটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এখান থেকে TKM তার বিদাদি প্ল্যান্টের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করবে। বলাবাহুল্য, বিগত বছরে টিটিটিআই-এর ট্রেনিং ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দিয়েছে TKM। বর্তমানে এখানে ব্যাচ-ভিত্তিক

২০০ থেকে ১,২০০ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এছাড়াও বর্তমানে প্রোডাকশন এবং নন-প্রোডাকশন স্টাফ সহ TKM-এর ৬,০০০-সদস্যের একটি শক্তিশালী দল রয়েছে।

ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফল ঘোষণা করল Cummins India

কলকাতা: পরিচালনা পর্ষদের সভায়, ৩১ মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং ২০২২-২৩ বছররের ফলাফল ঘোষণা করল Cummins India Limited/ CIL।

রিপোর্টে দেখা গেছে যে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত Cummins India-র মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭,৬১২ কোটি টাকা। যা বিগত অর্থ বছর তথা ২০২২-এর তুলনায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের পরিমাণও ২০২২-এর তুলনায় ২৬% বেড়ে হয়েছে ৫,৫৬২ কোটি টাকা। Cummins -র রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় ২৭% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,০৫০ কোটি টাকা।

পর্ষদের সভায় সভায় পেশ করা ৩১ মার্চ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অনুসারে ২০২৩ সালের একই ত্রৈমাসিকে Cummins India-র মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলঃ ১,৮৮৯ কোটি টাকা। যা বিগত বছরের তুলনায় ২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু চলতি বছরে আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় Cummins India-র মোট বিক্রয়ের হার কমে হয়েছে ১২%। ২০২৩-এ Cummins-এর ডোমেস্টিক সেল হয়েছে ১,৩৯৬ কোটি টাকা। যা ২০২২ সালের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৩% বেড়েছে এবং আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩% কমেছে। গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি বিক্রয় ১৭% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৯৩ কোটি টাকা এবং আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় Cummins-এর রপ্তানি বিক্রয় ৯% কমেছে।

১৮ মাসে এক লাখ বুকিং রেজিস্টার করেছে Simple ONE

কলকাতা: ক্লিন এনার্জি স্টার্ট-আপ Simple Energy তার প্রথম ইলেকট্রনিক 2-হুইলার- Super EV- Simple ONE লঞ্চ করল। যার প্রারম্ভিক মূল্যে ১,৫৮,০০০ টাকা। এর সাথে 750W-এর একটি চার্জারও রয়েছে।

বুকিং শুরু করার সাথেই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে Simple ONE। ১৮ মাসে প্রায় এক লাখেরও বেশি বুকিং রেজিস্টার করেছে Simple ONE। উল্লেখ্য, অফিসিয়াল লঞ্চের সাথে আগামী দিনে ডেলিভারি প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলতে এখন থেকেই বেঙ্গালুরু থেকে পরিকল্পনা শুরু করেছে Simple Energy। শুধু তাই নয় Simple Energy-র লক্ষ হল- ১৬০-১৮০টি রিটেল শপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের ৪০-৫০টি শহরে তার উপস্থিতি বাড়ানো।

বর্তমানে Simple ONE-এ ফিক্সড এবং রিমুভেবল (পোর্টেবল) ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। যা IDC-তে ২১২ কিলোমিটারের রেঞ্জ প্রদান করবে। যা Simple ONE কে ভারতে দীর্ঘতম রেঞ্জের E2W করে তুলেছে। বলাবাহুল্য, Simple ONE তার সেগমেন্টে সবচেয়ে দ্রুততম E2W। যা ০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ২.৭৭ সেকেন্ডে স্প্রিন্ট করে। এছাড়া Simple ONE হল প্রথম ই-স্কুটার যাতে রয়েছে থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। যা Simple ONEকে অন্যান্য EV-র তুলনায় একটি আলাদা মর্যাদা প্রদান করে।

পাচনতন্ত্র ভাল রাখতে নেহা রাংলানির কয়েকটি টিপস

কলকাতা: সুস্থ পাচনপ্রক্রিয়া শরীরে আবশ্যক পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সাহায্য করে এবং শরীর পরিষ্কার রাখে। ঠিকঠাকভাবে হজম না হলে শরীরে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়, যেমন মানসিক অস্বস্তি ও ওজনহ্রাস। সকালে পালণীয় কয়েকটি সহজ কাজ পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি ঘটায় ও সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট ও হেলথ কোচ নেহা রাংলানি এরকম কয়েকটি উপায় জানিয়েছেন।

নেহা রাংলানির পরামর্শ হল: (১) সকালে একমুঠো ভেজানো আমন্ড খেতে হবে, (২) উষ্ণ লেবুজল পান করতে হবে এবং (৩) নিয়মিত স্ট্রেচিং ও ডীপ ব্রিদিং অভ্যাস করতে হবে।

নেহা রাংলানির মতে, আমন্ড হল খুবই পুষ্টিকর বাদাম। এতে ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, প্রোটিন, এসেনসিয়াল কেমিক্যাল, ফ্লেভনয়েড, মিনারেল ইত্যাদি রয়েছে। আমন্ড কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, ব্লাড প্রেসার ঠিক রাখে, ত্বককে ব্রণমুক্ত ও সুস্থ রাখে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। প্রতিদিন একমুঠো ভেজানো আমন্ড খেলে এইসব উপকার পাওয়া যায়।

এছাড়া, উষ্ণ লেবুজল পানের পরামর্শ দিয়ে নেহা রাংলানি বলেন, সকালে চা বা কফির পরিবর্তে উষ্ণ লেবুজল পান করা উচিৎ। এরফলে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ভাল থাকে ও বুকজ্বালার মতো সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। লেবুর রসের অ্যাসিডিটি শরীরে ডাইজেস্টিভ জুইস উৎপাদন ত্বরান্বিত করে ও খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

নেহা রাংলানির আরেকটি পরামর্শ হল, সকালে স্ট্রেচিং ও ডীপ ব্রিদিং অভ্যাস করতে হবে। স্ট্রেচিংয়ের ফলে রক্ত চলাচল ভাল হয় ও শরীর শিথিল হয়। এর ফলে হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়। সকালে এইরকম কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললে শরীর সারাদিন সুস্থ ও সতেজ থাকবে বলে জানান নেহা রাংলানি।

জেন্ডার ইক্যুইটির উপর ফোকাস করবে W20-MAHE

কলকাতা: মণিপাল একাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন / MAHE-এর উদ্যোগে ২৬ মে থেকে দুই দিনের জন্য বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে "W20-MAHE মহিলা ভাইস চ্যান্সেলরস এবং লিডারস কনক্লেভ"। উল্লেখ্য, G20-এরঅফিসিয়াল এনগেজমেন্ট গ্রুপ হল W20 যা কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ইক্যুইটির উপর ফোকাস করছে। চলবে ২৭-এ মে পর্যন্ত। W20-এর লক্ষ হল নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার ইক্যুইটির বিষয়টি G20 নেতাদের সামনে তুলে ধরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০ জনেরও মহিলা ভাইস চ্যান্সেলর W20-র এই মেগা ইভেন্টে যোগ দেবেন। বিভিন্ন সেক্টরের নেতারা জেন্ডার ইক্যুইটি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে W20 এ একটি সুপারিশের চার্টার সাবমিট করার জন্য G20 নেতাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করবেন।

W20-MAHE-এর পক্ষ থেকে G20 নেতাদের সামনে সুপারিশ চার্টারে মহিলাদের সম্পর্কিত পাঁচটি বিষয় তুলে ধরা হবে। এই বিষয়গুলি হল যথাক্রমে- উচ্চশিক্ষা, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়ন, কাজের প্রতি যত্ন এবং নেতৃত্ব। সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ডেটা উপস্থাপনের মাধ্যমে জেন্ডার ইক্যুইটির জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে কনক্লেভে আলোচনা করা হবে। G20 নেতাদের কাছ থেকে জেন্ডার ইক্যুইটির ক্ষেত্রে সমর্থন আদায়ের জন্য প্রতিটি ফোকাসড প্যানেলের বক্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

ম্যাক্স লাইফ ৯৯.৫১% শতাংশ অর্জন করলো

নতুন দিল্লি: ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ("ম্যাক্স লাইফ" / "কোম্পানী") ২০২৩ এর আর্থিক বছরে ব্যক্তিগত দাবির অনুপাত সর্বোচ্চ ৯৯.৫১% শতাংশে পৌঁছেছে যা ইন্সুরেন্স জগতের সবচেয়ে সংকটময় অবস্থায় গ্রাহকদের এই বীমার প্রতি বিশ্বাস প্রতিফলিত করেছে। গ্রাহকদের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতির সাথে ম্যাক্স লাইফ তার আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে আসছে 'মোমেন্ট অফ ট্রুথ', দ্বারা যা প্রতিফলিত করেছে নতুন ' ইন্ডিয়াকে ভারোসে কা নাম্বার'।

ম্যাক্স লাইফ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এনালিটিক্স-বেসড আন্ডাররাইটিং মডেল এর সাথে শক্তিশালী ফ্রড ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে যা কোম্পানিটিকে দ্রুত এবং উচ্চতর দাবি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেছে। কোম্পানিটি সক্রিয়তার সাথে গ্রাহকদের দ্রুত, অকাল্পনিক পরিষেবা এবং উচ্চতর গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করছে যা গ্রাহকদের লং-টার্ম বিশ্বাস জোগাতে, গ্রাহক সন্তুষ্টি, এবং নেট প্রোমোটার স্কোর (NPS) বৃদ্ধি করিয়েছে। বিগত পাঁচ বছর থেকে ক্লেম এবং আন্ডাররাইটিং-এ ডিজিটাল বিনিয়োগ ম্যাক্স লাইফের ক্লেম-পেমেন্ট অনুপাত ৯৮.৭৪% থেকে ৯৯.৫১% শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

Hansa রিসার্চ+এর দ্বারা ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডিতে (Insurance CuES ২০২৩) নেট প্রমোটার স্কোরে দুটি সেরা-পারফর্মিং কোম্পানির মধ্যে ম্যাক্স লাইফ স্থান পেয়েছে এবং ২০২২ এর ইকোনমিক টাইমস দ্বারা সেরা BFSI ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্বীকৃত পেয়েছে। ম্যাক্স লাইফসের এমডি ও সিইও প্রশান্ত ত্রিপাঠী বলেছেন, "এই উন্নতিটি আমাদের উচ্চতর ক্লেম পেমেন্ট রেসিওকে প্রতিফলন করে, যা বিগত পাঁচ বছর থেকে ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির সেরা হিসেবে পরিচিত।"

Paytm Money লঞ্চ করলো বন্ড ইনভেস্টমেন্ট

কলকাতা: Paytm, ভারতের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল পেমেন্ট এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, ভারতে খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পূর্ণ মালিকানাধীন Paytm Money Limited-এর সহায়তায় অ্যাডভান্সড বন্ড প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করেছে।

এই কোম্পানি খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য বন্ড সহজ করতে এবং বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করতে ৩ টি সরকারী, কর্পোরেট এবং ট্যাক্স-ফ্রি বন্ড তৈরী করেছে। এটি বিনিয়োগকারীদের সমস্ত তথ্য একটি জায়গায় প্রদান করে এবং সেটিকে প্রফিটে রূপান্তরিত করে, যাতে তারা তাদের উপার্জন বিশ্লেষণ করতে ও বুঝতে পারে।

Paytm Money হল SEBI-র রেজিস্টারড ব্রোকার যা ভারতে সহজ, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ বন্ড পণ্য প্রদান করার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট প্রদান করে যেগুলি হল লিমিট অর্ডারস, NSE এবং BSE জুড়ে কম্পারেটিভ প্রাইসিং, প্রি-সিলেক্টেড বেস্ট এক্সচেঞ্জ রেটস, এবং বিভিন্ন রেটিংস এজেন্সী থেকে ক্রেডিট রেটিংস। Paytm Money-এর সিইও বরুণ শ্রীধর বলেছেন, "আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সেরা নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা যুক্ত সমস্ত টেকনোলজি-ড্রিভেন বৈশিষ্টগুলি নিয়ে আসতে থাকবো।"

Toyota Kirloskar Motor (TKM) লঞ্চ করলো 'ABCD স্যানিটেশন প্রোগ্রাম'

কলকাতা: ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ সফল হওয়ার পরে Toyota Kirloskar Motor (TKM) কর্ণাটকের রায়চুর জেলায় 'ABehavioural Change Demonstration' (ABCD) স্যানিটেশন প্রোগ্রাম লঞ্চ করার পরিকল্পনা করেছে। এই প্রোগ্রামের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রান্তিক এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো। এছাড়াও ABCD প্রোগ্রামকে আরও টেকসই করার জন্য এক বছরের ABCD রিফ্রেশার প্রোগ্রাম লঞ্চ করার কথা ভাবা হয়েছে যা স্কুলগুলির তিনটি ধাপ কভার করবে।

ভারত, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ, যার নাগরিকদের উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা দেয়ার জন্য সরকার "স্বচ্ছ ভারত অভিযান" শুরু করেছিল। ২০১৫ সালে TKM-এর ABCD প্রোগ্রামটি শুরু হয়েছিলো যা ২০২০ সালের মধ্যে রামানগর জেলার ১০০৪ টি বিদ্যালয়ের ৫৮,০০০ টিরও বেশি শিশুদের কভার করেছে এবং তাদের উপরে সফলভাবে প্রয়োগ করেছে। ABCD প্রোগ্রামটি ছাত্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আচরণগত পরিবর্তনের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য অর্জন করেছে।

কান্ট্রি হেড এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড গভর্নেন্স, টয়োটা কির্লোস্কর মোটরস, বিক্রম গুলাটি বলেছেন, "এই সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা এই প্রোগ্রামটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই যা মানুষের জীবনে এক ইতিবাচক পার্থক্য তৈরী করবে। আমরা চাই স্যানিটেশনের এই অভ্যাসটি শুধু বিদ্যালয়েই নয় বাড়ি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্তার হোক।"

১৬ মিলিয়ন গ্রাহকদের ভ্যালু প্রদান করলো শপসি

শিলিগুড়ি / দুর্গাপুর: শপসি, ভারতের হাইপার-ভ্যালু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের ভ্যালু দিয়েছে। গত বছর এই প্লাটফর্মটি ১৭৫ মিলিয়ন অ্যাপ ডাউনলোডের ৩X ইউনিট গ্রাহক এবং বিক্রেতাদের পাশাপাশি ১৭৫ মিলিয়ন অ্যাপ ডাউনলোডের বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে।

শেষের ত্রৈমাসিকে শপসি টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ অঞ্চলে ৩৫০ টি নতুন পিন কোড বারিয়েছে। ভারতের প্রচুর গ্রাহক তাদের ই-কমার্স যাত্রা শুরু করেছে শপসির সাথে যার মধ্যে ২৬-৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ২০২৩ এর মার্চ মাস পর্যন্ত, ১৭৫ মিলিয়ন শপসি অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে, যার মধ্যে ৯০% লেনদেনকারী গ্রাহক।

বর্তমানে, টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ অঞ্চলের প্রায় ৭০% গ্রাহক রয়েছে শপসিতে যা ফ্লিপকারটের ৪০% বেশি গ্রাহকদের কান্ট্রিবিউট করছে। শপসি তার গ্রাহকদের ই-কমার্সের সাথে বাজেট-ফ্রেন্ডলি অফারগুলি প্রদান করে। শপসি তার অত্যাধুনিক প্রচারাভিযান 'আজ শপসি কিয়া কেয়া' এবং ফ্ল্যাগশিপ শপিং কার্নিভালের দ্বিতীয় এডিশন 'গ্র্যান্ড শপসি মেলা' দ্বারা চালিত।

শপসির প্রধান, ফ্লিপকার্ট, কপিল থিরানি বলেছেন, "শপসি তে গ্রাহকদের সংখ্যার বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণ দেখে আমরা ভীষণ আনন্দিত। শপসি বাজেট-সিকিং গ্রাহকদের জন্য ডিসাইন করা হয়েছে যার পিনকোড এর মাধ্যমে ভারতের যেকোনো জায়গা থেকে গ্রাহকরা সহজেই এক্সেস করতে পারে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য শপসি বিক্রেতাদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের অনলাইনে শপিং প্লাটফর্ম হয়ে উঠেছে"।

বডি শপের "চেঞ্জমেকিং বিউটি" প্রচারাভিযান

কলকাতা: ভারত জুড়ে একটি নতুন যোগাযোগ প্রচারাভিযান লঞ্চ করেছে দ্য বডি শপ, যেখানে তিনজন উল্লেখযোগ্য মহিলা চেঞ্জমেকারকে দেখানো হয়েছে যারা "চেঞ্জমেকিং বিউটি" ব্র্যান্ডের সিগনেচার-কে বাস্তবায়িত করেছে। এই প্রচারাভিযানটির লক্ষ্য হল প্রতিটি ব্যক্তি যাতে নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে, বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ে এসে নিজেকে উদযাপন এবং অনুপ্রাণিত করতে পারে। এই প্রচারাভিযানটিতে শেফালি শাহ, বালা দেবী এবং অ্যানি দিব্যা- এর মতন ৩ জন ট্রেলব্লাজিং মহিলা দেখানো হয়েছে যারা নিজস্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তারা বডি শপের সমস্ত মূল মানসিক সুবিধার সহিষ্ণুতা, সেল্ফ-লাভ এবং সেল্ফ-এক্সপ্রেশনের অনুপ্রেরণামূলক বীকন। দ্য বডি শপ- ব্যবসার ভালো শক্তি এবং উন্নত এবং সুন্দর বিশ্বের জন্য লড়াই করার দর্শনটি প্রবর্তন করছে। মার্কেটিং ই-কমার্স অ্যান্ড প্রোডাক্টের ভিপি, এশিয়া সাউথ, দ্য বডি শপ, হরমিত সিং বলেছেন, " ভারতে এই নতুন প্রচারাভিযানের দ্বারা আমরা প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ছন্দতে নিজের জীবন পরিবর্তন করার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজ্য ভলিবলে দক্ষতার প্রমাণ রাখল নাট্য সংঘ

পার্থ নিয়োগী: ৩১ তম আন্তঃ ক্লাব রাজ্য ভলিবলে চমৎকার খেলে সকলের প্রশংসা আদায় করে নিল কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির নাট্য সংঘ ক্লাব। ১৯ মে নিজেদের প্রথম খেলায় নাট্য সংঘ ২৫-১৫, ২৫-২১ পয়েন্টে ব্যবধানে ফুলবা স্পোর্টস একাডেমিকে পরাজিত করে। এদিনই অপর ম্যাচে নাট্য সংঘ ২৫-২১, ২৫-২৩ পয়েন্ট ব্যবধানে হুগলি ভবানী সংঘকে পরাজিত করে। পরদিন ২০ মে নাট্য সংঘ দুটি দলের মুখোমুখি হয়। আর দুটি ম্যাচেই প্রধান্য রেখে জয় পায় নাট্য সংঘ। এদিনের প্রথম খেলায় ২৫-২৩, ২৫-১৭ পয়েন্টে অগ্রদূত সংঘকে পরাজিত করে নাট্য সংঘ। দ্বিতীয় খেলায় নাট্য সংঘ ২৫-১৯, ২৫-২৩ পয়েন্টে সুবীরপুর মর্ডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাস্ত করে। ২১ মে তেও জোরা ম্যাচ খেলে নাট্য সংঘ। এদিনের প্রথম খেলায় নাট্য সংঘ ২৫-১৯, ২২-২৫, ২৫-১৮ পয়েন্টে হুগলি তারকেশ্বর বটতলা ভলিবল ক্লাবকে পরাজিত করার পর দ্বিতীয় খেলায় চেতলা অগ্রণী ক্লাবের মুখোমুখি হয়। ২৫-১৫, ২৫-১৪ পয়েন্টে নাট্য সংঘ পরাজিত করে চেতলা অগ্রণী ক্লাবকে। তিনদিনে টানা ৬ টি ম্যাচ খেলে তার প্রত্যেকটিতেই জয়লাভ করে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে নাট্য সংঘ। ২৪ মে কোয়ার্টার ফাইনালে বাড়ুইপুর সংগ্রাম সংঘের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে পরাস্ত হতে হয় নাট্য সংঘকে। তবে টুর্নামেন্টে সবার মন জয় করে নেয় নাট্য সংঘের খেলা। নাট্য সংঘের খেলায় গর্বিত কোচবিহারের ক্রীড়া মহল। নাট্য সংঘ তথা কোচবিহারের অন্যতম ভলিবল কোচ জহর রায় বলেন আগামীতে নাট্য সংঘের সাফল্য নিয়ে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী।

জাতীয় ভলিবলে রেফারি কোচবিহারের উজ্জল

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এক নতুন নজির সৃষ্টি করলেন উজ্জল সরকার। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪৫ তম অনূর্ধ্ব ১৬ ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা। আর এই প্রতিযোগিতায় দক্ষ হাতে রেফারিং করছে সে। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল রেফারি উজ্জলের জাতীয় স্তরে রেফারিং করার সুযোগে খুশি কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থাও। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিব জহর রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'জাতীয় প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের একজন রেফারির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এটা আমাদের কাছের গর্বের'।

কোচবিহার জেলা ফুটবল লিগ শুরু

পার্থ নিয়োগী: গত ২২ মে থেকে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৩ দলীয় মরু ঘোষ ও হরেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগ শুরু হোল। এমজেএন স্টেডিয়ামে লিগের উদ্বোধন করেন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য কর্তারা। ১৩ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে আছে ৬ টি দল এবং বি গ্রুপে আছে ৭ টি দল। এরপর দুটি গ্রুপের প্রতিটি থেকে তিনটি করে মোট ছয়টি দলকে নিয়ে হবে সুপার লিগ।

লিগের প্রথম হ্যাটট্রিক বিকির

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৩ দলীয় মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে এবছরের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন দিনহাটা ক্রীড়া সংস্থার বিকি সেন। ২৪ মে মূলত বিকির কাধে ভর দিয়েই দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ৪-২ গোলে ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নারকে হারিয়েছে। এদিন এমজেএন স্টেডিয়ামে দিনহাটার বিকি সেন হ্যাটট্রিক এর পাশাপাশি তাদের অন্য গোলটি রাজীব আহমেদের। ভেটাগুড়ির হয়ে গোল দুটি করেন রুবেল মিয়াঁ ও প্রিয়ব্রত বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রতিমা হাজরা ও নিলিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছে বিকি।

চ্যাম্পিয়ন শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ

পার্থ নিয়োগী: সিএবি-র তত্ত্বাবধানে ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আন্তঃজেলা স্কুল লিগের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল। ৭ মে ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এদিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ২৫.৫ ওভারে ১০৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের দেব সমাদ্দার ১২ রান করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজের প্লাবন পণ্ডিত ১৬ রান দিয়ে পায় ৫ উইকেট।

জবাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ ব্যাট করতে নেমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৫ রান তুলে জয়লাভ করে। অলরাউন্ডার পারফরম্যান্স এর জন্য ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হন শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজেরর প্লাবন পন্ডিত। বল হাতে ৫ উইকেট নেবার পর ব্যাট হাতেও অনবদ্য ৪৯ রান করে সে। নৃপেন্দ্র নারায়ণের ইরফান আলি ১৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। এবারের এই টুর্নামেন্টে মোট ১২ টি স্কুল অংশ নেয়। কোচবিহার জেলা চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে রামকৃষ্ণ বয়েজ এবার রাজ্যস্তরের দাত্তু ফাদুকার ট্রফিতে অংশ নেবে।

চ্যাম্পিয়ন বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশন

কোচবিহার: শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশন। ২১ মে ফাইনালে তারা ৪৩ রানে বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশন ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশনের রাহুল ভৌমিক ৬৪ রান করে। বিবেকানন্দের রুদ্রদীপ মাস্তা রানে নেয় ২ উইকেট। ১৬৫ লক্ষ্য রেখে ব্যাট করতে নেমে বিবেকানন্দ ১৮ ওভারে ১২১ রানে অলআউট হয়। বিবেকানন্দের মানস বর্মা করে ৩৫ রান। বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশনের শ্রেয়াংশ সিংহ ১৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশনের রাহুল ভৌমিক।

মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা: কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবল আকাদেমি আয়োজিত নক আউট মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ঝাড়খন্ড মহিলা ফুটবল দল। ১১ মে ফাইনালে খাড়খন্ড ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশ মহিলা দলকে পরাজিত করে। এদিন সতীরঘাট রামনিধি হাইস্কুলের মাঠে ঝাড়খন্ডের মারিয়াম খাতুন দুই গোল করে ফাইনালের সেরা প্লেয়ারের সম্মান পান। । এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বাকি দুটি মহিলা ফুটবল দল ছিল কুচলিবাড়ি এবং আসানসোল। প্রথম খেলায় ঝাড়খন্ড ১-০ গোলে আসানসোলকে ও দ্বিতীয় খেলায় বাংলাদেশ ২-০ গোলে কুচলিবাড়ি কে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

ব্রতচারী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতিতে একটা সময় ছিল যেখানে ব্রতচারী এক বিশাল ভূমিকা নিয়ে থাকত। সময় বদলেছে। তাই আজ কদর কমেছে ব্রতচারীরও। তবুও কিছু সংস্থা ও ব্যক্তি তাদের নিজেদের উদ্যোগে আজও কিছুটা হলেও টিকিয়ে রেখেছেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী ব্রতচারীকে। টাকাগাছ ব্রতচারী মণ্ডলী ও অভ্যর্থনা কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি চারদিনের উত্তরবঙ্গ ব্রতচারী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির হল কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রতচারীর প্রশিক্ষকেরা এই শিবিরে অংশ নেন।

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সুস্থ সমাজ গঠনে মানুষের ভূমিকা ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয় এই শিবিরে। শিবির উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে কমিটির সম্পাদক সুকুমার মজুমদার, স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দনা মোহন্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

কোচবিহারে বিনামূল্যে মহিলাদের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প শুরু করছেন শিবশংকর

দেবাশীষ চক্রবর্তী: এই জেলা মাটির থেকেই একদিন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হয়েছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের জন্মস্থানের প্রতি একটা দুর্বলতা তার আছেই। মনে প্রাণে শিবশংকর পাল চান তার মত আরও অনেকে আগামীতে ভারতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ পাক। এইজন্য কোচবিহারে চালু করেছেন ক্রিকেট ক্যাম্প। কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে তার এই অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট ক্যাম্পে ক্রিকেটের খুঁটিনাটি শিখছে ৭০ জন শিক্ষার্থী। তার এই কোচিং ক্যাম্পে আছে চারজন প্রশিক্ষক। মাঝে মধ্যে শিবশংকর পাল নিজেও প্রশিক্ষণ দেন। তবে ক্রিকেট ক্যাম্পে এতদিন প্রশিক্ষণ নিতে পারত কেবল ছেলেরাই। তবে এবার মেয়েদের জন্যও খুব দ্রুত ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন এই ফাস্ট বোলার। সম্প্রতি এমজেএন স্টেডিয়ামে নিজের নামাঙ্কিত কোচিং ক্যাম্পের ফাইনালে পুরস্কার দিতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি বলেন 'মেয়েদের আরও বেশি করে ক্রিকেটে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তারজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও কোচ দরকার। আগামী মরশুম থেকেই কোচবিহারে মেয়েদের জন্য একটি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প তিনি খুলবেন বলে জানান। সেসাথে বলেন, এই কোচিং ক্যাম্পে মেয়েরা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে'। আর তার এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই কোচবিহারে মহিলা ক্রিকেটের নবজাগরণ আসবে বলে জেলার ক্রিকেট মহলের আশা।

২২ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগের খেলার ফলাফল

(২২ মে) ভানুদয়াল মিশন ফুটবল আকাদেমি ১-কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব ১

(২৩ মে) তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১-গারো পাড়া আদিবাসী সংঘ ১

(২৪ মে) দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ৪-ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার ২

(২৬ মে) শান্তি কুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার ১-প্রভাতী ক্লাব ০

(২৭ মে) পাটাকুরা রানীবাগান ক্লাব ৩-ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার ০

(২৮ মে) চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব ২-দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমী ০

(২৯ মে) ভারতী সংঘ ও পাঠাগার ২-ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমী ০

(৩০ মে) মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১-প্রভাতী ক্লাব ০

(৩১ মে) কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব ১-দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ০

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96